02 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

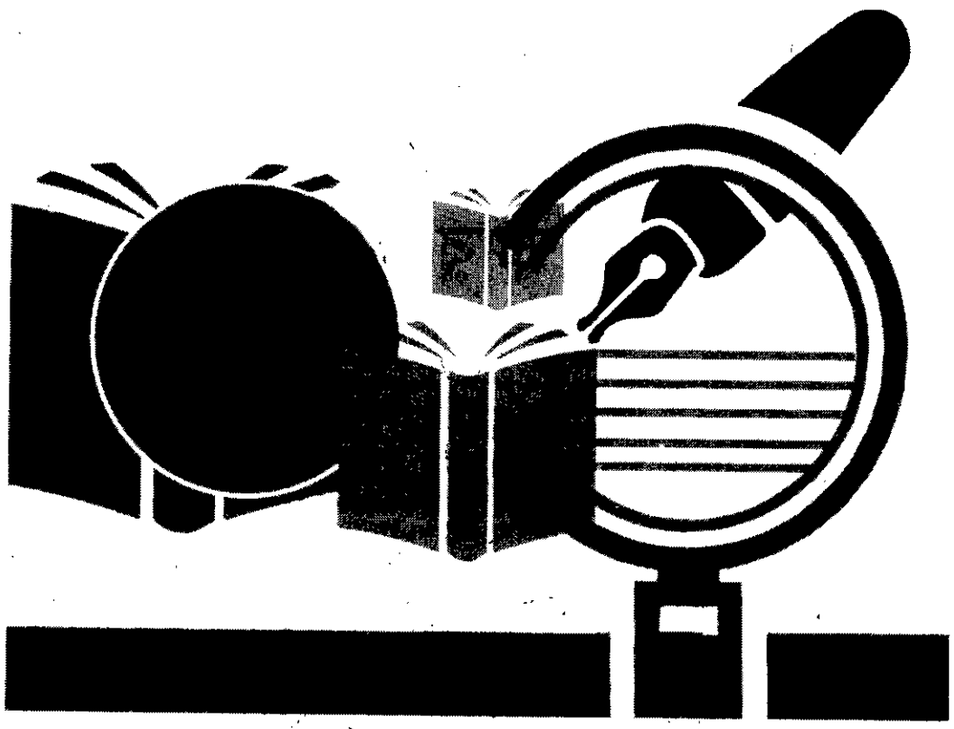

# শিক্ষা নিয়ে আর কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বিপ্লব বিশ্বাস

আমাদের স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছর পরও আমরা কোনো স্থিতিশীল শিক্ষানীতি পাইনি বা বাস্তবায়ন হতে দেখিনি। এখনও শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে চরম অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। বক্তৃতা, বিবৃতি আর আলোচনা সভায় শিক্ষাব্যবস্থার অনেক পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও ফলাফল শূন্য। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সিলেবাস বা পাঠ্যবইয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু শিক্ষাদান, শিক্ষা গ্রহণ, জ্ঞানার্জন ও পরীক্ষা পদ্ধতিসহ শিক্ষার পরিবেশে একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ পর্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনও চলছেই, কবে শেষ হবে বলা যায় না। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিশ্বের উন্নত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রবর্তন করা সম্ভব নয়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মিল রেখেই করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে হয়, যে সকল দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাদের ইংরেজি শিক্ষার পদ্ধতি আমাদের দেশে চলবে না। সম্প্রতি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক দিক হলো পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ানোর অপচেষ্টা। পরীক্ষায় পাস-ফেল একটি স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে। জোর করে পাস-ফেলের হার বাড়ানো বা কমানো শিক্ষার স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে, যা শিক্ষাব্যবস্থাকে বিতর্কিত ও বিনষ্ট করে। বর্তমানে পরীক্ষায় পাসের হার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আগামী দু-তিন বছরেই হয়তো শতভাগই পাস করতে পারবে, তখন পরীক্ষার আর হয়তো প্রয়োজন হবে না। কিন্তু শিক্ষার মান শূন্যে নামিয়ে পাসের হার শতভাগ করলেই বা জাতির কী উপকার হবে? বরং দিন দিন জাতির মেরুদণ্ডকেই ভেঙে দেওয়া হবে। বর্তমানে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলছে সম্পূর্ণ উলটো পথে অর্থাৎ বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে শিক্ষা চলে গেছে প্রাইভেট আর কোচিং সেন্টারে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো মূল্যবোধ সৃষ্টির সুযোগ থাকছে না।

সম্প্রতি সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে প্লে, নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় দশ বছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কোনো মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার পেছনে সরকারের বিরাট বাজেট থাকা সত্ত্বেও এর ফলাফল জানতে প্রায় দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর অবকাঠামো নেই বললেই চলে। অনেক শিক্ষকেরই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদানের যোগ্যতারও অভাব রয়েছে। সুতরাং পিএসসি পরীক্ষা বাতিল করলেও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে প্লে-নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই সাত বছরের শিক্ষার অগ্রগতি জানা যায়। আর জেএসসি পরীক্ষা পিএসসি নামে হলেও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেমেয়ে সবার প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা উচিত।

আমরা আশা করব, একটি স্থায়ী শিক্ষা পদ্ধতি দেশে থাকবে যা মাঝে মধ্যে সংশোধন করা হবে; কিন্তু মূল পদ্ধতি ঠিকই থাকবে। কয়েক বছর ইংরেজি গ্রামার বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অবজেক্টিভের ওপর নির্ভর করে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হলো। এর ফলে একটি প্রজন্ম ইংরেজি শুদ্ধ করে আজো লিখতে বা বলতে পারে না। বর্তমানে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করে পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থী যাই লিখুক নম্বর দিয়ে পরীক্ষায় পাসের হার বাড়িয়ে শিক্ষার তথাকথিত 'মান' বাড়ানো বা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানোর এক অবাস্তব প্রচেষ্টা চলছে। এর জন্যও ভবিষ্যতে জাতিকে অনেক মাশুল দিতে হবে। কারণ ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো ফল করেও কর্মক্ষেত্রে মা-বাবার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে না। তাই শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে সুচিন্তিত ও বাস্তব সম্মত একটি স্থায়ী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের আবেদন জানাচ্ছি।

ফরিদপুর